Three Generation of Rights

Prof. Biswanath Nag
Dept. of Political Science

Semester -II, CC-3

তিন প্রজন্ম অধিকারের বিবরণ দাও (Give an account of Three Generation of Rights)

অথবা

তিন প্রজন্মের অধিকারের ধারণার মূল্যায়ণ কর (Make an assesment of Three Generation of Rights)

বর্তমান যুগে অধিকার বা মানবাধিকার একটি বিশ্বায়িত আলোচ্য বিষয় । পূর্বে যদিও বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ছিল , বর্তমানে কিন্তু এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শ অথবা একটি বিশ্বায়িত কর্মসূচী হিসাবে স্বীকৃত । স্বভাবতই এই মতবাদের প্রবক্তা আছেন এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য কর্মীও আছেন । কর্মীরা এই মহৎ মতাদর্শটিকে কতটা সততার সঙ্গে কার্যকরী করবেন তার উপরেই এর সাফল্য নির্ভর করছে । মানবাধিকার ধারণাটির মূলে আছে প্রত্যেক মানুষকে যথার্থ মর্যাদা দানের অঙ্গীকার । এই ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের অধিকার অন্তর্নিহিত , সার্বজনীন ও অবিচ্ছেদ্য । এই অর্থে মানবাধিকার নির্মাণের পেছনে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছে । মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ ধারণার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । এর যে কোন একটিকে স্বীকৃতি না দিলে মানবাধিকার যথার্থ হয় না । বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকারের ধারণাটিও ।

অনেক বিশেষজ্ঞ মানবাধিকারকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই দুই ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী । কিন্তু এছাড়াও মানবাধিকারের আর একটি বিভাজন আছে , তা হল প্রজন্ম ভিত্তিক বিভাজন - প্রথম প্রজন্মের অধিকার, দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার ও তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার । এই 'তিন প্রজন্ম অধিকার' এর ধারণাটির জনক হলেন ক্যারেল ভাসাক (Karel Vasak)। তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রবেশ করে । ভাসাকের মতে, এই তিন প্রজন্মের অধিকার মিলে মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটি নির্মিত হয় । তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার গুলি যথাযথভাবে কার্যকরী হলে তবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি অর্থপূর্ণ হয় এবং পাশ্চাত্য জগতের গন্ডী থেকে বেরিয়ে এসে অধিকারগুলি যথাযথ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ।

প্রথম প্রজন্মের অধিকার (First Generation Rights) :-

শিল্প বিপ্লবের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা বুর্জোয়ারা উদারনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানায় সেগুলোকেই

প্রথম প্রজন্মের অধিকার বলে । এগুলি হল জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চলাফেরা করার অধিকার, ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার, ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার অধিকার ইত্যাদি । এই অধিকারগুলির মূল প্রবক্তা ছিলেন জন লক, রুশো, জেমস মিল প্রমুখরা । এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ থেকে ব্যাক্তিকে রক্ষা করে । সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় (UDHR) ৩ - ২১ নম্বর ধারায় এই অধিকারগুলির উল্লেখ রয়েছে ।

বৈশিষ্ট :- ১) প্রথম প্রজন্মের অধিকারগুলি স্বাধীনতার ধারণাকে বিধৃত করে ; ২) প্রথম প্রজন্মের অধিকারগুলি উদারনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ; ৩) রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে এগুলি নেতিবাচক অধিকার ; ৪) এই অধিকারের প্রবক্তারা হলেন জন লক , রুশো, জেমস মিল প্রমুখরা ; ৫) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ; ৬) এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের অতিরিক্ত ক্ষমতাকে সীমিত করে ; ৭) এই অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এবং ৮) এই অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান মর্যাদা ও মূল্য প্রদান করে ।

সীমাবদ্ধতা :- ১) এই অধিকারগুলি নেতিবাচক , শুধুমাত্র আছে এই যা ; ২) মানুষের মৌল প্রয়োজন তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া এই অধিকারগুলি অর্থহীন ; ৩) এই অধিকারগুলি পুঁজিবাদের বিকাশ ও সংরক্ষণে বিশেষভাবে সহায়তা করে ; ৪) সামাজিক সংহতি ও সহযোগিতার ধারণাকে এখানে খাটো করে দেখা হয় ; ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার (Second Generation Right) :-

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মার্কসীয় মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ধারণা প্রসার লাভ করে সেগুলিকেই দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার বলা হয় । এই অধিকারগুলির মূল প্রবক্তারা হলেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখরা । এই অধিকার গুলি হল শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, কাজের অধিকার , অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, অবকাশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বার্ধক্য অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার প্রভৃতি । এই অধিকার প্রদানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নাগরিকের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে । সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় ২২ - ২৭ নম্বর ধারায় এই অধিকারের উল্লেখ রয়েছে । {

বৈশিষ্ট :- ১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলিকেই একসঙ্গে দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার বলা হয় ; ২) এই অধিকারগুলি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে উঠে ; ৩) দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি সাম্যের ধারণাকে বিস্তৃত করে ; ৪) এই অধিকারগুলি ইতিবাচক । এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রসারিত হয় এবং রাষ্ট্রকে কাজকর্ম করতে উৎসাহিত করে ; ৫) এই অধিকারের মূল প্রবক্তারা হলেন মার্কস , এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখরা ; ৬) এই অধিকারগুলি অনুশীলন বা প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কিউবা প্রভৃতি দেশে লক্ষ্য করা যায় ; ৭) এই অধিকারগুলি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে ; ৮) এই অধিকারগুলির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অধিকারের পরিধি আগের তুলনায় বিস্তৃত হয় ; ইত্যাদি ।

সীমাবদ্ধতা :- এই অধিকারগুলির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ; ২) রাষ্ট্রের কর্ম পরিধির বিস্তৃতির ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়ে ; ৩) এখানে সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদী বা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে ; ৪) এখানে বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধকে ছোট করে দেখা হয় ; ইত্যাদি ।

তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার (Third Generation Right) :-

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ আন্দোলন ও বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক সচেতনতার ফলে যে সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকারের ধারণা গড়ে উঠে তাকে তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার বলে । এই অধিকারের মূল প্রবক্তা হলেন ক্যারেল ভাসাক । তৃতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সংযোজন । বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে এই অধিকারের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে । ১৯৮৪ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ঘোষিত জনগণের শান্তির অধিকার (Declaration of the Rights of Peoples to Peace) এই প্রজন্মভুক্ত অধিকার । তৃতীয় প্রজন্ম অধিকারে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে 'সমুহ'(collectivity)র ধারণাটি যুক্ত । এখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right to Self determination) , উন্নয়নের অধিকার (Right to Development) , সুস্থ পরিবেশে বসবাসের অধিকার , সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও প্রথা সংরক্ষণের অধিকার , বিশুদ্ধ বায়ু, মাটি ও জলের অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

বৈশিষ্ট :- ১) সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকারগুলিকে একযোগেই তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার বলা হয় ; ২) এই অধিকারগুলি বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ; ৩) এই অধিকারের ধারণা একেবারে নতুন, এগুলি বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠে ; ৪) এই অধিকারগুলিকে সমষ্টিগত অধিকারও বলে অর্থাৎ এই অধিকারগুলি ব্যক্তি একা একা ভোগ করতে পারে না, এগুলো সকলে মিলে বা একযোগে ভোগ করতে হয় ; ৫) এই অধিকারগুলি ভ্রাতৃত্ব বা সহযোগিতার ধারণাকে বিস্তৃত করে ; ৬) এই অধিকারগুলি বহুত্ববাদী সংস্কৃতিবাদ ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধকে স্বীকার করে নেয় ; ৭) সর্বপরি এই অধিকারগুলি ভবিষ্যৎমুখী ।

সীমাবদ্ধতা :- ১) এই অধিকারের স্বীকৃতির ফলে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি সোচ্চার হয়, যার ফলে সমাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ; ২) অতিরিক্ত পরিবেশগত আন্দোলন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।

যাইহোক, পরিশেষে বলা যায় যে প্রথম প্রজন্মের অধিকার স্বাধীনতা , দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার সাম্য ও তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার ভ্রাতৃত্বের ধারণাগুলিকে বিধৃত করে এবং তিন প্রজন্মের অধিকার মিলে মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো নির্মিত করে ।

-o-

*** জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কী বোঝ ?**

যখন কোন আত্ম সচেতন জাতীয় জনসমাজ নিজেদের পৃথক সত্তা ও জাতীয় বৈশিষ্ট বা স্কংস্কৃতি রক্ষার জন্য একটি নিজস্ব রাষ্ট্র বা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায় তখন তাকে জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে ।

Reference :-
1) O.P.Gauba , Politcal Ideas & Ideolgies